

লোকমান হাকীম-এর উপদেশাবলী

- প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা নিঃস্বকেও রাজ্য পরিণত করে
- কোন মজলিসে প্রবেশ করলে প্রথমে সালাম কর, তারপর এক পাশে বসে যাও। মজলিসে উপস্থিত লোকদের কথাবার্তা না শুনে নিজে কথা শুরু করবে না। এরপর তারা যদি আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকে তবে তুমিও তা থেকে নিজের অংশ নিয়ে নাও অর্থাৎ, যিকরে লেগে যাও। আর তারা নিরর্থক কথাবার্তা বা কাজে লিপ্ত হলে সেখান থেকে আলাদা হয়ে যাও এবং অন্য কোন ভাল মজলিস অন্বেষণ কর।
- আল্লাহ তাআলা যদি কাউকে আমানতদার বানান, তবে আমানতের হিফাজত তার জন্য ফরজ।
- বৎস! রিয়া তথা লোক দেখানো মনোভাব হতে আত্মরক্ষা করে চল।
- আল্লাহর ভয়ের প্রদর্শনী করো না, যাতে মানুষ তোমাকে মানুষ তোমাকে সম্মান করে, অথচ তোমার অন্তর মূলত গোনাহগার রয়ে গেছে।
- হে বৎস! জাহেল মূর্খের সাথে বন্ধুত্ব করো না। কেননা- সে ভাবতে শুরু করবে, তার জাহেলী কথাবার্তা তোমার কাছে প্রিয়। আর তোমার রাগ উম্মা নিরলিপ্তভাবে এড়িয়ে চলো না, যাতে জ্ঞানী তোমাদের সাথে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করে।
- জ্ঞানীদের কথায় আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি থাকে। জ্ঞানী লোক কোন কথা বললে আল্লাহ তাআলা তা কথিত মনে করারই ইচ্ছা করেন।
- বৎস! নীরবতায় কখনও লজ্জিত হতে হয় না। যদি কথা বলা রৌপ্য হয় তাহলে নীরবতা স্বর্ণ অর্থাৎ নীরবতার মূল্য বেশি।
- বৎস! সর্বদা মন্দ হতে দূরে থাক, তাহলে মন্দও তোমা হতে দূরে থাকবে। কেননা, মন্দ হতেই মন্দ উৎপন্ন হয়।
- বৎস! ক্রোধ হতে বেচে থাক। কেননা, ক্রোধজনিত কাঠিন্য জ্ঞানীর অন্তরকে মেরে ফেলে।
- বৎস! সুন্দর কথাবার্তা বলতে শেখ, খোশ মেজাজ অবলম্বন কর। তাহলে তুমি মানুষের দৃষ্টিতে সে ব্যক্তির চাইতেও প্রিয় এবং পছন্দনীয় হবে, যে সবসময় তাদেরকে দান করে।
- বিনম্র আচরণের অভ্যাস প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতার মূল।
- যা বপন করবে তাই কাটবে। অর্থাৎ যেমন কর্ম করবে তেমন ফল লাভ করবে।
- নিজের বন্ধু এবং পিতার বন্ধুদেরকে আপন মনে রাখবে।

- জনৈক ব্যক্তি লোকমান (আ)-কে জিজ্ঞাস করল, সবচেয়ে ধৈর্যশীল কে?
 - তিনি জবাব দিলেন- যার ধৈর্য ধারনের পশ্চাতে কষ্ট প্রদানের মনোবৃত্তি লুক্কায়িত নেই।
তারপর জিজ্ঞাস করা হল, সবচেয়ে বড় আলেম কে?
 - তিনি জবাব দিলেন যে অন্যদের ইলমের মাধ্যমে নিজের ইলম বৃদ্ধি করে।
এরপর তাকে জিজ্ঞাস করা হল- সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?
 - তিনি জবাব দিলেন বিত্তশালী ব্যক্তি।
প্রশ্নকারী পুনরায় তাকে জিজ্ঞাস করল, বিত্তশালী বলতে কি অর্থ সম্পদের মালিক বুঝায়?
 - হযরত লোকমান (আ) বলেন, বিত্তশালী সে ব্যক্তি, যে নিজের মাঝে কল্যাণ খুঁজে পায় অথবা নিজেকে অন্যদের থেকে পরাঙ্মুখ রাখে।
-
- তোমার সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো, আল্লাহর অস্তিত্বে দৃঢ় আস্থা রেখে তাকে চিনে নেয়ার চেষ্টা কর।
 - কারো মধ্যে কোন অন্যায় স্বভাব দেখলে, সংসধনের উদ্দেশে উপদেশ দিবে।
 - নিজের মর্যাদা ওজন করে তদানুযায়ী মানুষের সাথে কথা বলবে।
 - যে যে পর্যায়ের লোক হোক, তার সাথে সে পর্যায়ের কথা বলবে ও আচরণ করবে।
 - তোমার কোন গোপনীয় বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করবে না।
 - কে তোমার প্রকৃত বন্ধু আর কে আসল শত্রু, বিপদের সময় পরীক্ষা করে নিও।
 - তোমার কোন আত্মীয় বা বন্ধু-বান্ধব বিপদাপন্ন হলে ছুটে গিয়ে তাকে সাহায্য করবে, ফলে আল্লাহর তরফ থেকে তোমার সাহায্য আসতে থাকবে।
 - তুমি মূর্থ ও নির্বোধের সংশ্রব থেকে বহু দূরে থাকবে।
 - স্ত্রী লোককে কখনও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবে না।
 - সর্বদা জ্ঞানী ও উত্তম লোকদের সাহচর্য অবলম্বন করবে।
 - পুণ্য কাজে অবিরত চেষ্টা করবে, কিন্তু অসৎ কাজের নিয়ত করবে না।
 - দলীল প্রমানহীন কথা কারও সাথে বলবে না।
 - কারও মুখে নিরর্থক বাজে কথা শুনলে, তুমিও তাতে অংশ নিও না বরং চুপ করে থাকবে।

- যৌবনকে গনিমত ভেবে যা করার তা যৌবনেই করবে।
- সকলের সাথে মধুর বচনে বাক্যালাপ করবে।
- পিতা-মাতার খিদমত অবহেলা করবে না। কারন পিতা-মাতা নাখোশ হলে, আল্লাহও তার উপর নাখোশ হন।
- পিতৃতুল্য মনে করে ওস্তাদ ও শিক্ষকের খিদমত করবে।
- আয় অনুপাতে ব্যয় করবে।
- কথাবার্তায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। বেশি বাড়াবাড়ি যেমন করবে না, আর অমনযোগিতার ভাবও দেখাবে না।
- তোমার যোগ্যতা ও শক্তি যেখানে-সেখানে না দেখিয়ে একটু ঢেকে রেখে চলবে।
- ঘরে কোন মেহমান এলে সাধ্যানুসারে আপ্যায়ন করবে। মধুর ভাষায় কথা বলবে। সে যেন তোমার আচারনে কষ্ট না পায়।
- কারও ঘরে গিয়ে চক্ষু ও যবান সংযত রাখবে।
- নিজের দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদ সর্বক্ষণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।
- সকলের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলবে।
- নিজের সন্তানের আদব লেহাজ ও শিক্ষার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।
- যারা যে ধরনের লোক, তারা কোন কাজ করবার সময় তাদের সে ধরনের দিকে সজাগ থাকবে।
- জুতা, মোজা পরিধান করার ডান দিক থেকে আরম্ভ করবে আর খুলবার সময় বাম দিক থেকে আরম্ভ করবে।
- রাতে কথাবার্তা বলার সময় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলবে।
- দিবাভাগে কিছু বলার আগে চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিও।
- সর্বদা কম খাবে, কম কথা বলবে, এবং কম নিদ্রা যাবে।
- মনে কোন বাসনা জাগলে তার ভাল মন্দ উভয়দিক চিন্তা করে নিও।

- যে বিষয়ে তোমার অভিজ্ঞতা নেই, সে বিষয়ে যোগ্যতা প্রদর্শন করতে যেও না।
- মনে পরোপকার ব্রত সর্বক্ষণ জাগরুক রাখবে কিন্তু কখনও পরের অপকার মনে স্থান দিও না।
- ভাল-মন্দের অনিশ্চয়তার ঝুঁকি নিয়ে কোন কাজ করবে না।
- যা তুমি এখন করতে পার, ভবিষ্যতের জন্য কখনও তা ফেলে রেখ না।
- মনে রেখ বুয়ুর্গ লোক কখনও বেশি কথা বলে না আর ভাল কাজকে মন্দ বলে না।
- কেউ তোমার কাছে কোন আশা নিয়ে গেলে তাকে নিরাশ কর না, কারন তুমিও আল্লাহর দরবারে আশা পোষণ কর। অন্যের আশা পূরন করলে, আল্লাহও তোমার আশা পূরন করবে।
- কাকেও কোন কাজে বার্থ ও নিরাশ করলে, আল্লাহও তোমাকে বার্থ ও নিরাশ করবে।
- যে ঝগড়া পূর্বেই মিটে গেছে, তা কখনও পুনঃ জাগিয়ে তুলো না।
- অন্যের ভাল কাজকে কখনও নিজের বলে প্রচার করো না।
- নিজ সম্পদের কথা শত্রু-মিত্র কারো কাছে প্রকাশ করো না।
- কখনও কারও তিব্ব নিন্দা বা দুর্নাম করবে না।
- কারো সাথে নিজের শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবে না।
- মলমুত্র ত্যাগ করতে বসে কখনও কথা বলবে না এটা গর্হিত কাজ।
- কারও কাছে উপস্থিত হয়ে নিজের দুর্বলতা এবং শারীরিক অসুস্থতার কথা প্রকাশ করতে থেক না, তাতে তোমার প্রতি তার বিরক্তির ভাব উদয় হবে।
- অহেতুক নাসিকার উপর আঙ্গুল রেখ না। কথা বলার সময় অযথা হাসবে না। যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবান কথাও হেসে হেসে বল, তবে সে কথার কোন গুরুত্ব থাকবে না।
- কাকেও অন্য লোকের সামনে লজ্জা দিবে না।
- কথা বলার সময় চোখ দ্বারা ইঙ্গিত করবে না। এটা খুব খারাপ অভ্যাস।
- যে কথা শুন্যর যোগ্য নয়, তা না শুনে বক্তার কাছ থেকে উঠে যেও।
- যে কথা বললে লোক হাসবে, কখনও তেমন কথা বলবে না।

- অন্যের কাছে নিজ স্ত্রীর প্রশংসা করবে না।
- কখনও মহিলাদের মত সাজ-গোজ করবে না।
- মনে কুভাব নিয়ে কখনও কোন সুন্দর বালকের দিকে তাকাবে না।
- কথা বলার সময় রসনা সংযত রাখবে, যেন কোন কথাই সীমিতক্রম করে অন্যের মনোকষ্ট না হয়ে দাঁড়ায়।
- কথা বলতে হাত নাড়াচাড়া করবে না।
- তোমার আচরন যাতে কারও ইজ্জত সম্মান হানীর কারণ না হয়।
- মানুষের উপর কখনও নিজের জোর খাটাবে না। কেননা, জোর সব সময় থাকে না।
- সবসময় নিজের চেয়ে অন্যকে উত্তম মনে করবে।
- তাড়াহুড়া করে কোন কাজ করবে না।
- নিজের লোভ-লালসা জ্বালিয়ে ফেল, অন্যথায় তা সর্বনাশ ডেকে আনবে।
- নিজের জন্য যা ভাল মনে করবে, অন্যের জন্যও তা ভাল মনে করবে।
- ক্রোধের সমুয় ধৈর্য ও সতর্কতা অবলম্বন করবে।
- সূর্যোদয়কালে কালে কখনও নিদ্রা যাবে না।
- কেউ কোন প্রশ্ন করলে হঠাৎ জবাবা না দিয়ে বুঝে শুনে জবাব দিবে।
- নিজের আত্মাকে অনাহত কষ্ট দিবে না।
- পথ চলার সময় এদিক-সেদিক তাকাবে না।
- ঘরে মেহমান এলে তার সামনে গৃহের কোন লোককে রাগারাগি করো না।
- পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃত লোকের সাথে কথা বলবে না।
- যত দিন বেঁচে থাক, মানুষকে ভালবেসে যাবে।
- সারা জীবন আল্লাহর প্রতি একীন রেখে, তার নির্দেশাবলী পালন করে যাও। নফসের তাবেদার হয়ো না।

- অনাথ, অভাবগ্রস্থও দ্বীন-দুঃখীকে সাধ্যমত দান কর।
- শত্রুর কুকথায় ধৈর্যধারন কর।
- মূর্থ নির্বোধের কথায় রাগ করো না।
- তুমি যেসব নেকী করেছ তা ভুলে যেও, কিন্তু আল্লাহ্ এবং মৃত্যুকে ভুলো না।